An Appeal to the Alumni

Krishnagar Govt. College, Nadia

Krishnagar Government College has been nourishing the mind of vast number of students since its establishment. Being nourished by the college, alumni of the college have been serving Government and Non-Government organisations of India and abroad in various capacities. Some of them gained even prominence in the fields of Arts, Science, Literature, Education, Technology, Judiciary, Medical Science, Politics, Trade & Commerce. All of them are rendering great service to the nation. But they are not so conscious about the cause of their AlmaMater. The selfseeking outsiders are taking full advantage of their indifference and fulfilling the self interests by grabbing the internal and external wealth of the AlmaMater. A few not so worthy alumni who reside locally are staring at how the selfseekers robbing the AlmaMater of her wealth and plunging her into the ocean of time and shedding their tears in despair. It seems to them none but Providence can save her from disgrace and death in these hours of lawlessness.

In this hours of despair and darkness, at last a ray of hope has emerged in the form of an association recently formed by some aggrieved alumni in order to mitigate the disgrace and destruction thrust upon her gradually by selfseeking outsiders. The noble purpose of the newly formed association would not be fulfilled without the timely response and support of the worthy and prominent alumni of the college. Hope, all of her old and new brilliant boys would come forward to her support at the moment of her distress to rescue her from her disgrace and degradation.

By The
Alumni Association
Krishnagar Govt. College
Nadia.

কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় সম্বন্ধে আগ্রহী প্রাক্তনী, অভিভাবক ও কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট অধিবাসীগণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন ঃ

২০০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বিকাল বাঁচটার সময় কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শনে আগত ইউ. জি. সি. প্রেরিত NAAC Peer Team কলেজের প্রাক্তনী ও অভিভাবকবৃন্দের সঙ্গে মতামত ও তথ্য আদান-প্রদানের (interaction) জন্য কলেজের হল ঘরে মিলিত হন। প্রাক্তনী সদস্যগণের পক্ষ থেকে প্রথমে NAAC সদস্যদের যথাযথ সম্মান ও অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং পরে কৃষ্ণনগর কলেজকে Deemed University তে উন্নীত করা, কলেজের প্রধান ভবনের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর (পাঁচ বৎসর অন্তর) বিশেষ অনুদান প্রদান এবং কলেজের দেড়শো বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে স্মারক সৌধ নির্মাণের জন্য অর্থের অনুমোদনের এবং কয়েকটি নতুন বিষয়ের পঠনের ব্যবস্থা করার জন্য একটি আবেদন পত্র NAAC Team এর সদস্যদের হাতে অর্পণ করা হয় এবং তার কপি সভায় প্রাক্তনী সভার সেক্রেটারী পাঠ করেন।

আবেদন পত্র পাঠের পর interaction পর্ব শুরু হয়। শুরু করেন NAAC Peer Team এর প্রধান অধ্যাপক পাধি। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিৎ তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ কেবল জ্ঞান দান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় - অর্জিত জ্ঞানের যাতে সঠিক ব্যবহার হয় সেদিকেও শিক্ষাদান ব্যবস্থায় বিশেষ নজর থাকা দরকার। তার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রয়োজনমুখী করা দরকার। সে কারণে প্রচলিত ব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ও উন্নয়ন সময় সময় ঘটানো প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের কলেজে কলেজে গমন। তিনি আরো জানান কলেজ উন্নয়নে কলেজের প্রাক্তনী, অভিভাভক ও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দেরও বিশেষ ভূমিকা পালন করা দরকার। তার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ মাঝে মধ্যে প্রাক্তনী, অভিভাবক ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গদের সভায় ডেকে কলেজ উন্নয়ন সম্বন্ধে মতামত, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা কাজে লাগাবেন। তখনই প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেন, কৃষ্ণনগর কলেজ বহু প্রাচীন কিন্তু প্রাক্তনী সভা সবে মাত্র হয়েছে। প্রাক্তনী সভা থাকলে এবং একটু সক্রিয় হলে কৃষ্ণনগর কলেজ কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের মত অনেক পূর্বেই Deemed University হতে পারতো। Deemed University হওয়ার জন্য যে সব সর্ত্ত আছে তার অনেকগুলিই মিটে আছে - অন্য যেগুলি মেটাতে হবে তা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের মেটানো তেমন কঠিন নয়। তার জন্য কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে। তার জন্য প্রাক্তনী, অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উচিৎ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রভাববিস্তার করা। সেই সঙ্গে Prof. Padhi জানান কলেজ ভবন সংরক্ষণ ও দেড়শো বৎসর স্মারক সৌধ নির্মাণ বাবদ অর্থ অনুদানের আবেদন যথাযথ এবং তা পেতে কোন বাধা নেই, কেবল তৎপরতা দরকার। তখনই আরো জানান আপনারা Unitary University মর্যাদা পেতে চাইলে কলেজ এখনই পেতে পারে। সভা শেষে NAAC Peer team এর Coordinator Mr. গণেশ হেগড়ে -র সঙ্গে আমাদের দাবীদাওয়া নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সময় জানান, আপনারা শতবর্ষ, সার্দ্ধশতবর্ষ পূর্ত্তি অনুদান পাবেন এবং একটি চেষ্টা করলে কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয় Deemed University ও হবে। তবে তার জন্য প্রাক্তনী, অভিভাবক এবং জনগণকে বেশ সক্রিয় হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য সকল রাষ্ট্রের পুরাতন কলেজগুলির প্রায় সব কয়টিই উন্নত পর্যায়ে চলে গিয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কলেজগুলি UGC -এর সহায়তায় উন্নত পর্যায়ে এখনও যেতে পারেনি — একশত বৎসর পূর্বে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই আছে। আর তারই জন্য UGC লোক পাঠিয়ে কলেজগুলির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছে। আলোচনায় আরো প্রকাশ পায়, যে-সকল নতুন বিষয় কৃষ্ণনগর কলেজে খোলার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, তার জন্য UGC ছাড়া অন্য অনেক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অনুমোদন দরকার। তার জন্য প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক ভবন ও অন্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে অনুমোদনের জন্য আবেদন পাঠাতে হয়। আবেদন পেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সরেজমিনে তদন্ত করে অনুমোদন দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে বিকেল ৬.৩০ মিনিটে ETV -র সংবাদে জানা গেল NAAC Peer team কলেজ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে কলেজ সম্বন্ধে লব্ধ ধারণার কিছু আভাস অধ্যক্ষকে দিয়েছেন। অধ্যক্ষ ETV -র সঙ্গে সাক্ষাৎকার মাধ্যমে সকলকে জানান, NAAC team কলেজের অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখে মোটামুটি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন - যেখানে যা সামান্য অভাব আছে তা সহজে দূর করা সম্ভব হবে। কলেজ Deemed or Unitary Universiy -তে পরিণত হতে পারে এবং কলেজ ভবন মেরামতি এবং দেড়শোবৎসর পূর্ত্তি স্মারক সৌধ নির্মাণের অনুদান পাবে।

কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের
প্রাক্তনী সভার পক্ষে সভাপতি